সংশোধিত খসড়া

শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য

২৩-০৮-২০২৩ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত

জাতীয় ডায়াসপোরা নীতি, ২০২৩

আগস্ট ২০২৩

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা ১

অনুচ্ছেদ-১: ভূমিকা ৩

১.১ বাংলাদেশের উন্নয়নে ডায়াসপোরাদের ভূমিকা ৩

১.১.১. পটভূমি ৩

১.১.২. সম্ভাবনা ৩

১.১.৩. চ্যালেঞ্জ ৪

১.২ আন্তর্জাতিক নীতি-কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যতা ৫

১.৩ জাতীয় নীতি-কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ৫

১.৩.১. বিদ্যমান নীতি-কাঠামো ৬

১.৩.২. বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ৬

১.৪ সংজ্ঞা ৭

অনুচ্ছেদ-২: মূলনীতি ও উদ্দেশ্য ৮

২.১ মূলনীতি ৮

২.১.১. রূপকল্প ৮

২.১.২. অভিলক্ষ্য ৮

২.১.৩. পথনির্দেশক মূল্যবোধ ৮

২.২ নীতি-উদ্দেশ্যাবলী ৯

অনুচ্ছেদ-৩: নীতি-নির্দেশনা ১১

৩.১. ডায়াসপোরা কূটনীতি এবং কূটনৈতিক সক্ষমতা জোরদার করা ১১

৩.১.১. পরিষেবা ও সমর্থন ১১

৩.১.২. তথ্য-উপাত্ত ও যোগাযোগ ১৩

৩.১.৩. নেটওয়ার্কিং এবং অধিপরামর্শ ১৫

৩.১.৪. বুদ্ধিবৃত্তিক বিনিময় কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ ১৫

৩.২. ডায়াসপোরাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পুঁজি সংগঠিত করা ১৬

৩.২.১. বাংলাদেশ ব্রান্ডিং ১৬

৩.২.২. মানবহিতৈষী কার্যক্রম ১৭

৩.২.৩. নিরাপদ অভিবাসী কর্মী অভিবাসনে ডায়াসপোরা নেটওয়ার্ক ১৭

৩.২.৪. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ডায়াসপোরা নেটওয়ার্ক **১৮**

৩.৩. ডায়াসপোরাদের মানবপুঁজি সংগঠিত করা ১৮

৩.৩.১. ডায়াসপোরা দক্ষতা বিনিময় ১৮

৩.৩.২. দক্ষতা সনদের বৈশ্বিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা ১৯

৩.৪. ডায়াসপোরাদের অর্থনৈতিক পুঁজি সংগঠিত করা ১৯

৩.৪.১. বিনিয়োগ উৎসাহিত করা ২০

৩.৪.২. মূলধনী বিনিয়োগ উৎসাহিত করা ২১

৩.৪.৩. উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা ২১

৩.৪.৪. দেশজ পণ্য ও সেবার বাণিজ্য উৎসাহিত করা ২২

৩.৪.৫. ডায়াসপোরা পর্যটন উৎসাহিত করা ২২

৩.৪.৬. বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে ডায়াসপোরাদের উৎসাহিত করা ২৩

জাতীয় ডায়াসপোরা নীতি, ২০২৩

বাংলাদেশি ডায়াসপোরা বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের অভিবাসন অভিযাত্রায় অর্জিত প্রগতি ও সাফল্য বিশ্ব মঞ্চে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অবদান ও অপার সম্ভাবনার উৎসাহব্যঞ্জক বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নের পথ ধরে আগুয়ান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনিবাসী বাংলাদেশিগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের মানব উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহায়ক শক্তি হিসেবে তাঁরা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের অবদান সম্প্রসারণ ও জোরদার করতে তাঁদের মর্যাদাপূর্ণ, সক্রিয়, অংশগ্রহণমূলক এবং ক্ষমতায়িত ভূমিকা নিশ্চিত করা আবশ্যক। সামগ্রিকভাবে এই ভূমিকা বাংলাদেশের উন্নয়নে তাঁদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিক পুঁজির ব্যবহারকে উৎসাহিত ও ত্বরান্বিত করবে। সেই লক্ষ্যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "জাতীয় ডায়াসপোরা নীতি ২০২৩" শিরোনামে নিম্নরূপ নীতি প্রণয়ন করেছে:

প্রস্তাবনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যে কোন ব্যক্তি বাংলাদেশি হিসেবে বিবেচিত হবেন যেখানে জাতীয় ঐক্যের মূলভিত্তি হিসেবে থাকবে এই জাতিগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি, এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সার্বভৌম বাংলাদেশ। সকল বাংলাদেশি এবং তাঁদের বংশধর এই উত্তরাধিকারের ধারক ও বাহক। বাংলাদেশি ডায়াসপোরারা মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন ও প্রগতিতে স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে নানামুখী ও বহুমাত্রিক ভূমিকা রাখছেন।

জাতীয় ডায়াসপোরা নীতি বাংলাদেশি ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে তাঁদের বহুমুখী ভূমিকা আনুষ্ঠানিকভাবে জোরদার করতে অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত মানবিক উন্নয়ন এবং টেকসই শান্তি জোরদার করতে বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের অর্থপূর্ণ ও কার্যকরী ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। জাতীয় উন্নয়ন পরিক্রমায় ডায়াসপোরা-সম্পৃক্তকরণ বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় টেকসই উন্নয়ন রূপকল্প বাস্তবায়নের পথে একটি নীতিগত অগ্রাধিকার। জাতীয় উন্নয়ন রূপকল্প অনুসারে বাংলাদেশ ২০৩১ সাল নাগাদ উচ্চ মধ্য-আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ-আয়ের দেশে পরিণত হবার অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে এদেশের ভৌগলিক সীমানার ভেতর ও বাইরে সকল পুঁজি ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ডায়াসপোরাদের সম্পৃক্তকরণকে নীতিগত অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের বিবেচনায় এই সম্পৃক্তকরণ একটি উভয়মুখী প্রক্রিয়া যা পারস্পারিক মর্যাদাপূর্ণ বিনিময়ের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হবে এবং এই লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন ও নিরূপণ সাপেক্ষে ডায়াসপোরাদের সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা ও সমর্থন দেবে।

বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামের সক্রিয় সদস্য হিসেবে ডায়াসপোরাদের সম্পৃক্তকরণ কার্যক্রমে জোরালো ভূমিকা রাখছে। এরই ধারাবহিকতায় টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত ২০৩০ এজেন্ডা অনুসারে গঠিত "গ্লোবাল কমপ্যাক্ট ফর সেইফ, অর্ডারলি এন্ড রেগুলার মাইগ্রেশন (জিসিএম)" (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) ফোরাম এর সক্রিয় সদস্য বাংলাদেশ। বৈশ্বিক ডায়াসপোরা সম্মেলন

২০২২ (Global Diaspora Summit)-এ গৃহীত ডাবলিন ঘোষণা অনুসমর্থনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ তার ডায়াসপোরাদের সম্পৃক্তকরণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্তও করেছে।

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে বাংলাদেশি ডায়াসপোরার ভূমিকার স্বীকৃতি এবং তাঁদের কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে এই নীতি সরকারের জন্য বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি দিক-নির্দেশনা যা সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন ও প্রগতি ত্বরান্বিত করতে ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় ডায়াসপোরা নীতি বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের সম্পৃক্তকরণের কৌশল নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বিষয়-সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষাপট এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিকাঠামোর সাথে সঙ্গতি রেখে এই নীতি রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, নির্দেশক মূল্যবোধ, উদ্দেশ্য ও নীতি-নির্দেশনাসমূহ নির্ধারণ করেছে। নীতি-নির্দেশনাসমূহ বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের সাথে মর্যাদাপূর্ণ, সহযোগী ও সহমর্মী মৈত্রী গড়ে তোলার ভিত্তি স্থাপন করবে। একই সাথে, এই নীতি ডায়াসপোরাদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান, বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিক্রমায় তাঁদের অনলাইনে ও অফলাইনে সক্রিয় অংশগ্রহণে (স্বদেশে-প্রত্যাবর্তনে) এবং তাঁদের স্বদেশের সাথে জাতীয় সংহতি নবায়নের পথ নির্দেশ করবে। বাংলাদেশের উন্নয়ন ও প্রগতি বেগবান করতে স্থানীয় ও ডায়াসপোরা-সম্পদের বহুমুখী ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এই নীতি-নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করে দেশে-বিদেশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অনুচ্ছেদ-১: ভূমিকা

১.১ বাংলাদেশের উন্নয়নে ডায়াসপোরাদের ভূমিকা

১.১.১. পটভূমি

ডায়াসপোরারা তাঁদের জন্ম বা উত্তরাধিকার সূত্রে স্বদেশের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি হিসেবে বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত— বাংলাদেশি ডায়াসপোরারা এর ব্যতিক্রম নন। বাংলাদেশি ডায়াসপোরারা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে আছেন এবং তাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁদের স্বদেশভূমির উন্নয়নে কাজ করতে সচেষ্ট। অভিবাসী দেশসমূহে তাঁদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থানের ভিন্নতা সত্ত্বেও তারা বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন।

১৯৭১ সালের নয়মাসব্যাপী মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বাংলাদেশি ডায়াসপোরারা অনন্যসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তা আদায়ে বাংলাদেশের কূটনৈতিক কার্যক্রম জোরদার করতে ডায়াসপোরারা সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেন। তখন থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশি ডায়াসপোরারা বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষত মানবিক উন্নয়ন ও টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

এই প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ সরকার অভিবাসী দেশসমূহে ডায়াসপোরাদের কল্যাণ এবং বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে যথাযথ মর্যাদার সাথে তাঁদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, মানব এবং সামাজিক পুঁজির ব্যবহারকে গুরুত্ব দিচ্ছে।

ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ জোরদার করার জন্য নীতি নির্দেশনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় ডায়াসপোরা নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার পারস্পরিক স্বার্থ ও সম্মান সমুন্নত রেখে ডায়াসপোরাদের সম্পৃক্তকরণের জন্য নীতি-ভিত্তি রচনার প্রয়াস নিয়েছে।

১.১.২. সম্ভাবনা

বাংলাদেশি ডায়াসপোরারা অভিবাসী দেশসমূহে মানবিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবদান রাখার পাশাপাশি বাংলাদেশের সাথে আত্মিক ও বাস্তবিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। বাংলাদেশের সাথে ডায়াসপোরাদের এই বন্ধন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে তাঁদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, মানব এবং সামাজিক পুঁজির বিনিয়োগকে উৎসাহিত করছে।

ডায়াসপোরাদের নানামুখী সামাজিক অবদান থেকে বাংলাদেশ উপকৃত হচ্ছে। ডায়াসপোরারা প্রধানত মানব-হিতৈষী কর্মকান্ড (যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দারিদ্র্য-দূরীকরণে সহায়তা এবং ব্যবসায়িক উন্নয়ন) এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন। উল্লেখ্য, ডায়াসপোরাদের উল্লিখিত কার্যক্রমগুলো সরাসরি

বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পর্কিত। ডায়াসপোরারা তাঁদের মানবপুঁজি যেমন— বিশেষায়িত নেটওয়ার্ক, দক্ষতা, জ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা ব্যবহার করেও দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেন সেই লক্ষে নীতি-নির্দেশিকা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ডায়াসপোরাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক রেমিট্যান্স প্রেরণ বাড়াতে সহায়তা দেয়া হবে।

এই নীতির অন্যতম একটি লক্ষ্য হচ্ছে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি পূরণ এবং ডায়াসপোরাদের সম্পৃক্তকরণ জোরদারের লক্ষ্যে কার্যকর একটি ব্যবস্থাপনাভিত্তি প্রণয়নের পথ-নির্দেশনা প্রদান করা। একই সাথে বাংলাদেশ সরকার বৈশ্বিক সংকটের সাথে সম্পর্কিত দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় ডায়াসপোরাদের উন্নয়ন সহায়ক শক্তি ও সক্ষমতাকে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে বদ্ধ পরিকর।

অতএব, বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণের সুযোগ উন্মোচনের লক্ষ্যে এই নীতি সামগ্রিকভাবে ডায়াসপোরাদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, মানব বা মানবিক এবং সামাজিক পুঁজি সংগ্রহ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

১.১.৩. চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশি ডায়াসপোরারা তাঁদের নিজেদের ও বাংলাদেশের উন্নয়নে আরও নিবিড় ও বহুমাত্রিক ভূমিকা রাখতে পারেন—যদি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এজন্য প্রয়োজন ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর ভূমিকার দৃশ্যমান স্বীকৃতি-প্রদানপূর্বক তাঁদের সম্পৃক্তকরণের সম্ভাব্য দিকগুলো উন্মোচনের ব্যবস্থা করা। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ যেমন চিহ্নিত করা যাবে, তেমনি সেগুলো সংগঠিতভাবে মোকাবেলা করতেও সহায়ক হবে। ডায়াসপোরাদের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহ মূলত দুই ধরণের— সামর্থ্যগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক।

ডায়াসপোরা সম্পৃক্তকরণে সামর্থ্যগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ডায়াসপোরা পুঁজির টেকসই সংগঠিতকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। ঘাটতির কারণগুলো হলো— ডায়াসপোরাদের চাহিদা সম্পর্কে সীমিত ধারণা; তাঁদের অবদানের জন্য প্রাপ্য স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি; বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের পথে তাঁদের সম্ভাব্য ভূমিকা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বহুমুখী এবং বহুমাত্রিক প্লাটফর্ম ও চ্যানেলের অনুপস্থিতি; নানামুখী বৈশ্বিক সংকট—যেমন অতিমারি, যুদ্ধ-সংঘাতের কারণে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর স্রোত, ডিজিটাল বিভাজন এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উদ্ভূত দুর্দশা ও দুরবস্থা—প্রসূত অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় ডায়াসপোরাদের সম্পৃক্তকরণ।

দেশের উন্নয়নে ডায়াসপোরাদের প্রচেষ্টাগুলো সমর্থন করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে তাঁদের সমর্থন করার জন্য প্রয়োজনীয় সংবেদনশীল একটি কাঠামোর অভাবের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জগুলো উদ্ভূত হয়। এতদিন পর্যন্ত বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে ডায়াসপোরাদের প্রত্যাবর্তন এবং পুনঃএকত্রিকরণ সংক্রান্ত উদ্যোগসমূহ কাঙ্খিত মাত্রায় বাস্তবায়ন করতে পারছিল না। এজন্য প্রয়োজন ডায়াসপোরা নেটওয়ার্কগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপন ও সমন্বয়ের একটি আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা। এমন একটি

ব্যবস্থা না গড়ে ওঠবার পেছনে অন্যতম প্রধান অন্তরায় হচ্ছে ডায়াসপোরা-কেন্দ্রিক সমন্বিত একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাব।

উল্লিখিত সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ বিবেচনায় রেখে কাঠামোবদ্ধ এবং সামগ্রিকতাকে ধারণক্ষম এই নীতি প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের কার্যকর সম্পৃক্তকরণের জন্য এই নীতি সরকার ও সমাজের সামগ্রিক অংশগ্রহণ পদ্ধতি (whole-of-government and whole-of-society approach) গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে সরকার আইন প্রণয়ন ও কূটনৈতিক কার্যক্রমের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে নেতৃত্ব দেবে এবং সকল ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি অংশিদারিত্ব নিশ্চিত করবে।

১.২ আন্তর্জাতিক নীতি-কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যতা

বাংলাদেশ সরকার ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মূলনীতি "*কেউ যেন বাদ না পড়ে*" (leave no one behind) অনুসারে দেশের অর্ন্তভূক্তিমূলক উন্নয়নের রূপকল্পে (inclusive developmental vision) বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের একীভূত করার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে। জাতিসংঘের অভিবাসন বিষয়ক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (International Organization for Migration) এবং আয়ারল্যান্ড সরকারের যৌথ প্রয়াসে ডাবলিনে আয়োজিত বৈশ্বিক ডায়াসপোরা সম্মেলন ২০২২ (Global Diaspora Summit 2022)-এ ডায়াসপোরাদের সম্পৃক্তকরণ বিষয়টি একটি বৈশ্বিক এজেন্ডা হিসেবে ডাবলিন ঘোষণায় (Dublin Declaration) গৃহীত হয়েছে—যা ডায়াসপোরাদের সম্পৃক্তকরণ বিষয়টির একটি জোরালো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। অভিবাসন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ফোরাম "গ্লোবাল কমপ্যাক্ট ফর সেইফ, অর্ডারলি এন্ড রেগুলার মাইগ্রেশন (জিসিএম)"-এর সূচনালগ্ন থেকে বাংলাদেশ এই ফোরামের অগ্রযাত্রায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে, যার একটি অর্জন হলো ২০২২ সালের বৈশ্বিক ডায়াসপোরা সম্মেলন। এই বৈশ্বিক ঘোষণা এবং সম্মেলন সামগ্রিকভাবে জিসিএম-এর ঊনবিংশতম অভিলক্ষ্য অর্জনে সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন-তদারকিতে সহায়তা করবে, যার লক্ষ্য সকল দেশের টেকসই উন্নয়নে অভিবাসীদের ও ডায়াসপোরাদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি। ডাবলিন ঘোষণা সরকার ও সমাজের সামগ্রিক অংশগ্রহণে ডায়াসপোরাদের সম্পৃক্তকরণের প্রতিশ্রুত এজেন্ডা বাস্তবায়নে প্রক্রিয়াগত (procedural) ও ব্যবহারিক (practical) পরিকল্পনাকে কার্যকর করতে ভূমিকা রাখবে।

উদ্যোগসমূহের মধ্যে থাকবে ডায়াসপোরাদের সম্পৃক্তকরণকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের নিমিত্তে চাহিদা মূল্যায়ন (need assessment), পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশল প্রণয়ন, এবং বৈশ্বিক ডায়াসপোরা নীতি জোট (Global Diaspora Policy Alliance) গঠন ও শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখা। এ সমস্ত উদ্যোগ স্থানীয়, জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনদের মধ্যে সহযোগিতার সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে—যা অর্ন্তভুক্তিমূলক (inclusive) ডায়াসপোরা-সম্পৃক্তকরণ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডকে বেগবান করবে। একই সাথে, এই নীতি বাংলাদেশ সরকারকে ডায়াসপোরা ও টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডার বৈশ্বিক প্রচারণায় আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক নেতৃত্বের আসনে আসীন করতেও অবদান রাখবে।

১.৩ জাতীয় নীতি-কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

১.৩.১. বিদ্যমান নীতি-কাঠামো

বাংলাদেশ সরকারের "প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬" বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের অবদান ও গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। উল্লিখিত এই নীতির মর্মানুযায়ী প্রবাসী (Expatriate) বলতে ডায়াসপোরা (Diaspora) এবং অভিবাসী কর্মী (Migrant worker)—উভয়কেই বোঝায়। ২০১৬-এর এই নীতি বাংলাদেশের টেকসই জাতীয় প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের এবং অভিবাসী কর্মীদের সংযুক্ত করার প্রয়াস নিয়েছে। এই নীতিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের বিনিয়োগে প্রণোদনা দিতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের সামাজিক নেটওয়ার্কের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তাঁদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ব্যবহারে সহায়ক ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তার বিষয়েও এই নীতিতে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়াও এই নীতি অনুসারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির অন্যতম একটি লক্ষ্য ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর সাথে সংযোগ স্থাপন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় "প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬" বাস্তবায়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনাও (Action Plan) তৈরি করেছে। এই কর্ম-পরিকল্পনায় ডায়াসপোরা ও অভিবাসন ইস্যুতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৫) বৈদেশিক ঋণ ও লেনদেনের উপর ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধিতে (creditworthiness for external borrowing) ডায়াসপোরাদের বিনিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এই নীতি ডায়াসপোরা সম্পর্কিত বর্তমান নীতিসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে উদ্ভাবনী (innovatve) ব্যবস্থা গ্রহণের পথ প্রদর্শন করবে, যা বাংলাদেশের উন্নয়নে বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ (engagement), সক্রিয়-সংযুক্তি মূলক (enabling), এবং ক্ষমতায়িত (empowered) সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিত করবে।

১.৩.২. বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য নির্বাচিত ডায়াসপোরা সদস্যদের বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব (Commercially Important Persons/ CIPs) হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করছে। বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের তথ্য-বাতায়ন তৈরি করার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ড (Wage Earners Welfare Board) ডায়াসপোরাদের অনলাইন নিবন্ধনের উদ্যোগ নিয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনগুলো অভিবাসী দেশগুলোতে অবস্থিত ডায়াসপোরা সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও নেটওয়ার্কিং রক্ষা করে চলছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের একটি শক্তিশালী টাস্ক ফোর্স (Task Force) গঠিত হয়েছে যা ২০১৮ সালের শুরুতে অনুষ্ঠিত এর প্রথম বৈঠকে ডায়াসপোরাদের সম্পৃক্তকরণের রূপরেখা প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে বিশদ আলোচনা করে। ডায়াসপোরা বাংলাদেশীদের অর্থনৈতিক বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে

বাংলাদেশ "মার্কিন ডলার বিনিয়োগ বন্ড" (US Dollar Investment Bond) এবং "মার্কিন ডলার প্রিমিয়াম বন্ড" (US Dollar Premium Bond) চালু করেছে। পাশাপাশি, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে ডায়াসপোরাদের ব্যক্তিগত সহায়তা এবং মানবহিতৈষী কর্মকাণ্ডের উত্তরোত্তর প্রসার ঘটছে। ডায়াসপোরা ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীরাও সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় মানব কল্যাণে অবদান রাখছেন। এই নীতি বাংলাদেশ সরকারের পূর্ববর্তী সংশ্লিষ্ট কর্মপন্থাগুলোর সাফল্য এবং শিক্ষার উপর ভিত্তি করে অধিকতর ফলদায়ক একটি পদ্ধতিগত ব্যবস্থা সংগঠনের লক্ষ্যে দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

১.৪ সংজ্ঞা

জাতীয় ডায়াসপোরা নীতি ২০২৩ অনুসারে বাংলাদেশি ডায়াসপোরা এর সংজ্ঞা হলো:

> বাংলাদেশি ডায়াসপোরা হচ্ছেন সে সকল বাংলাদেশি ব্যক্তি যারা অন্য কোনো দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছেন অথবা নাগরিকত্বের আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে অথবা অন্য কোন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন অথবা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত হিসেবে অন্য কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন অথবা বেড়ে উঠেছেন।

উল্লেখ্য, নিচের দুই ধরণের ব্যক্তিবর্গ ডায়াসপোরা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন:

ক) অনাবাসী বাংলাদেশি (Non-Resident Bangladeshi): যে সকল বাংলাদেশি স্থায়ীভাবে বা দীর্ঘমেয়াদী অভিবাসনের অভিপ্রায়ে অন্য কোনো দেশে বসবাস করছেন কিন্তু এখনও অন্য কোন দেশের নাগরিক হননি অথবা নাগরিকত্ব বা নাগরিক অধিকার পাননি।

খ) বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত (People of Bangladeshi Origin): যে সকল বাংলাদেশি বা তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম অন্য কোন দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছেন অথবা নাগরিক অধিকার পেয়েছেন।

প্রজন্মানুসারে নিচের দুই শ্রেণীর ব্যক্তি ডায়াসপোরা হিসেবে বিবেচিত হবেন:

ক) প্রথম প্রজন্মের ডায়াসপোরা (First-generation diaspora): যে সকল জন্মসূত্রে বাংলাদেশি অন্য কোন অভিবাসী দেশে–সেই দেশের বিধিসম্মত নাগরিকত্ব বা নাগরিক অধিকারসহ বা ব্যতীত–দীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

খ) পরবর্তী প্রজন্মের ডায়াসপোরা (Next-generation diaspora): প্রথম প্রজন্মের ডায়াসপোরাদের বংশধর যারা বাংলাদেশ ব্যতীত ভিন্ন দেশে জন্ম নিয়েছেন এবং বর্তমান অভিবাসী দেশের বিধিসম্মত নাগরিকত্ব বা নাগরিক অধিকারসহ বা ব্যতীত স্থায়ীভাবে সেই দেশে বসবাস করছেন।

এই নীতিতে উল্লিখিত "ডায়াসপোরা সংগঠন" বলতে শুধুমাত্র সেই সকল সংগঠনগুলো বিবেচিত হবে যে সকল ডায়াসপোরা সংগঠন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তাঁদের সাংগঠনিক সনদে, নীতিতে, বক্তব্যে এবং কার্যক্রমে এই ধারণা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায়।

অনুচ্ছেদ-২: মূলনীতি ও উদ্দেশ্য

২.১ মূলনীতি

২.১.১. রূপকল্প

এই নীতির রূপকল্প হচ্ছে বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের বহুমুখী ও বহুমাত্রিক সম্পৃক্তকরণের টেকসই ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য একটি সুসংহত ভিত্তি কাঠামো গড়ে তোলা যার অধীনে বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশের জনগণ এবং বাংলাদেশি ডায়াসপোরারা অর্থপূর্ণ মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সামষ্টিকভাবে বাংলাদেশের জনগণ ও ডায়াসপোরাদের, সর্বোপরি বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

২.১.২. অভিলক্ষ্য

এই নীতির অভিলক্ষ্য হচ্ছে ডায়াসপোরা সম্পৃক্তকরণের টেকসই ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একটি কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। এই নীতি তৃনমূল থেকে বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনের কৌশলগত পরিকল্পনা এবং পদক্ষেপ গ্রহণের রূপরেখা হিসেবে বিবেচ্য হবে।

২.১.৩. পথনির্দেশক মূল্যবোধ

এই নীতির রূপকল্প এবং অভিলক্ষ্যের আলোকে আদর্শিকভাবে উদ্দেশ্যসমূহ এবং নীতি নির্দেশনাসমূহ প্রণয়নে সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশক মূল্যবোধ অনুসরণ করা হয়েছে। উল্লেখিত পথনির্দেশক মূল্যবোধসমূহ অনুসরণ করেই নীতি-নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে:

- **স্বীকৃতি ও মর্যাদাপূর্ণ সম্পৃক্তকরণ**

এ নীতিতে, সকল নীতি-নির্দেশনার মূলভিত্তিস্তম্ভ হলো পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং স্বীকৃতি। এই নির্দেশক মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশের জনগণ এবং বাংলাদেশি ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠী জাতীয় উন্নয়নের অভিযাত্রায় পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সংযুক্ত হবে। এটি নীতি-নির্দেশনার জনমানুষ-কেন্দ্রিক (people-centric), মর্যাদাপূর্ণ (dignified), অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) এবং অধিকারভিত্তিক (rights-based) বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

- **তথ্য-উপাত্ত, প্রমাণ এবং ফলাফলনির্ভর ব্যবস্থাপনা**

এ নীতির উদ্দেশ্য এবং নির্দেশনাসমূহ তথ্য-উপাত্ত, প্রমাণ এবং ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে রচিত। এটি বাংলাদেশ সরকারকে ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠী এবং তাঁদের সংগঠনগুলোর হালনাগাদ ও পূর্ণাঙ্গ তথ্যকোষ গড়ে তোলার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পথ-নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে, যা বাস্তবানুগ ও অর্থবহ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পদক্ষেপ গ্রহণে অপরিহার্য।

◘ জেন্ডার-সংবেদনশীল ডায়াসপোরা সম্পৃক্তকরণের প্রতিশ্রুতি

লিঙ্গভেদে ডায়াসপোরাদের ভিন্ন ভিন্ন সম্ভাবনা এবং প্রতিকূলতার পরিপ্রেক্ষিতে এই নীতি তার সকল নীতি-উদ্দেশ্য এবং নীতি-নির্দেশনার ব্যাখা ও বাস্তবায়নে লৈঙ্গিক সমতা (equality), সংবেদনশীলতা (sensitivity) ও ইতিবাচক সাড়াদায়ক (responsiveness) ব্যবস্থা নিশ্চিত করে সকল লিঙ্গের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

◘ সরাসরি ও ভার্চুয়াল মাধ্যমে বহুমাত্রিক ডায়াসপোরা-পুঁজির সক্রিয় ব্যবহার

এই নীতি বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশের জনগণ এবং বাংলাদেশি ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকল্পে সরাসরি ও ভার্চুয়াল মাধ্যমে ডায়াসপোরাদের মানব, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক পুঁজির বহুমাত্রিক ব্যবহারে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

◘ জাতীয় পুনঃসংহতিমূলক নেটওয়ার্ক স্থাপন

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (Sustainable Development Goals) মূলমন্ত্র “কেউ যেন বাদ না যায়” (leave no one behind)-এর কার্যকরী বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে এ নীতি বাংলাদেশের সাথে ডায়াসপোরাদের সম্পৃক্তকরণে সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অভীষ্ট এই নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন অংশীজনদের সাথে ডায়াসপোরাদের সক্রিয় সংযোগ স্থাপিত হবে। এই নেটওয়ার্ক ডায়াসপোরা সম্পৃক্তকরণের আনুষ্ঠানিকীকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এর জন্য বাংলাদেশের জনগণের সাথে ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর নেটওয়ার্ক (মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের শক্তি বা smart power) এবং বাংলাদেশ সরকারের সাথে ডায়াসপোরা সংগঠনগুলোর নেটওয়ার্কের (প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিষ্ঠানের সংযোগের শক্তি বা soft power) সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ভূমিকা রাখবে।

◘ যত্ননীতি (ethics of care) অনুসৃত সম্পৃক্তকরণ (নৈতিক সম্পৃক্তকরণ)

এই নীতি সেবাধর্মী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যত্ননীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের সকল ধরনের পরিচয় এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ভিন্নতা নির্বিশেষে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিক্রমায় সম্পৃক্তকরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ । একই সাথে, এই নীতি দুর্যোগ-দুর্দশায় নিপতিত বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের সহযোগিতা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

২.২ নীতি-উদ্দেশ্যাবলী

এই নীতির ***সামগ্রিক উদ্দেশ্য*** হচ্ছে নীতিনিষ্ঠ (principled) এবং লক্ষ্যতাড়িত (purpose-driven) একটি সংবেদনশীল ও অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যা ডায়াসপোরাদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা পূর্বক বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় তাঁদের অন্তর্ভুক্তি সুনিশ্চিত করবে।

এই নীতির সুনির্দিষ্ট ছয়টি উদ্দেশ্য হলো:

১. ডায়াসপোরাদের কল্যাণ ও স্বার্থরক্ষার্থে তাঁদের সক্ষমতা ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং সংকটে সুরক্ষামূলক সহায়তা-সহযোগিতা প্রদান করা।

২. বাংলাদেশের সাথে ডায়াসপোরাদের সামাজিক সংহতি জোরদার করার জন্য তাঁদের উৎসাহী ও অগ্রগামী করে তুলতে নীতি-প্রণয়ন, সামাজিক নেটওয়ার্ক সুসংহতকরণ, মানবহিতৈষী কার্যক্রম এবং বাংলাদেশ ব্রান্ডিংয়ে তাঁদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা ।

৩. বহুমাত্রিক কূটনৈতিক কৌশলের অনুসন্ধান (exploration of multidimensional diplomatic tools) ও সেগুলোর ব্যাপৃত ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থের সেতুবন্ধনে ডায়াসপোরাদের সমন্বিত নেটওয়ার্ককে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত এবং বিকশিত করা।

৪. বাংলাদেশের সাথে আত্মিকতার মেলবন্ধন তৈরিতে ও একাত্মবোধ সৃষ্টিতে পরবর্তী প্রজন্মের ডায়াসপোরাদের দেশের বিভিন্ন খাত-ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করা এবং প্রক্রিয়াটিকে ব্যক্তি ও সমষ্টির প্রগতির পথ হিসেবে বিবেচনা করা।

৫. ডায়াসপোরাদের সামর্থ্য ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশে জ্ঞান ও দক্ষতার একটি মজবুত ভিত্তি গড়ে তুলতে সহায়ক আইনী কাঠামো এবং নিয়মতান্ত্রিক পরিবেশ প্রস্তুত করা।

৬. ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠী এবং বাংলাদেশের পারস্পরিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা।

অনুচ্ছেদ-৩: নীতি-নির্দেশনা

বাংলাদেশ সরকার এই নীতির মূলমন্ত্রসমূহ (policy principles) রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও পথনির্দেশক মূল্যবোধ (vision, mission and guiding values) এবং সামগ্রিক ও সুনির্দিষ্ট নীতি-উদ্দেশ্যসমূহের ভিত্তিতে নীতি-নির্দেশনাসমূহ প্রণয়ন করেছে। এই নীতি-নির্দেশনাগুলি ডায়াসপোরাদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন উদ্যোগে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করবার দিক নির্দেশনা দেবে।

৩.১. ডায়াসপোরা কূটনীতি এবং কূটনৈতিক সক্ষমতা জোরদার করা

সকল বাংলাদেশি ডায়াসপোরা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের দূত। বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা এবং স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কূটনৈতিক প্রয়োজনে সহায়তা প্রদানের সক্ষমতা জোরদারে যোগাযোগ এবং তথ্য-উপাত্ত (communication and data)-নির্ভর আন্তযোগাযোগ ও অধিপরামর্শের (networking and advocacy) মাধ্যমে ডায়াসপোরাদের প্রয়োজনীয় সমর্থন ও পরিষেবা (support and services) প্রদান করবে। এই নীতি-নির্দেশনাসমূহ ডায়াসপোরাদের কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে তাঁদের সামর্থ ও বহুমুখী শক্তি যেমন সফট ও স্মার্ট শক্তি (soft and smart powers) সংগঠিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.১.১. পরিষেবা ও সমর্থন

১. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে ডায়াসপোরা সম্পৃক্তকরণ পর্ষদ (Diaspora Engagement Board) গঠন করা হবে। এই পর্ষদ বিষয়সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি সংস্থার যথাযোগ্য প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এই নীতির আলোকে প্রণীত কার্যবিধি (business rules) অনুসারে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এই পর্ষদ ডায়াসপোরা-সম্পৃক্তকরণ সম্পর্কিত পরিষেবা ও সমর্থন নিশ্চিতকল্পে সকল রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের সমন্বয়ক ও মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। এই পর্ষদ সংশ্লিষ্ট সব সরকারি সংস্থাসমূহের সাথে ডায়াসপোরা-সম্পৃক্তকরণের সকল কার্যক্রমের সমন্বয় রক্ষা করবে। এছাড়াও এই পর্ষদকে সার্বিক কার্যক্রমে সহযোগিতা করার জন্য বেসরকারি খাতের অংশীদার, ডায়াসপোরা নেটওয়ার্ক, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং নাগরিক সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি টেকনিক্যাল পরামর্শক কমিটি (Technical Advisory Committee) গঠন করা হবে।

২. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশি ডায়াসপোরা অধ্যুষিত অভিবাসী দেশসমূহে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে “আমরা বাংলাদেশ” (We Bangladesh) নামে ডায়াসপোরা সম্পৃক্তকরণ গ্রুপ (Diaspora Engagement Group) গঠন করা হবে। এই গ্রুপ বাংলাদেশের খাতওয়ারী দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োজনীয়তা অনুসারে অভিবাসী দেশ থেকে বিষয়-অভিজ্ঞ ডায়াসপোরাদের সম্পৃক্ত (engage) করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাংলাদেশ

সরকার ডায়াসপোরা সম্পৃক্তকরণ গ্রুপ (Diaspora Engagement Group) এর মাধ্যমে পেশাগত, ব্যবসায়িক, কল্যাণমূলক এবং কূটনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে ডায়াসপোরাদের ভূমিকা গ্রহণের উদ্যোগ নেবে। এই লক্ষ্যে ডায়াসপোরাদের সফট শক্তি (soft power) ও স্মার্ট শক্তি (smart power) প্রয়োগের সুযোগ তৈরি করবে। ডায়াসপোরা সম্পৃক্তকরণ পর্ষদ (Diaspora Engagement Board) এই গ্রুপগুলোর সাথে সমন্বয় রক্ষা করবে।

৩. বিষয়সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার মাধ্যমে মানবহিতৈষী ডায়াসপোরা ব্যক্তি, এবং তাঁদের ব্যবসায়িক ও সামাজিক সংগঠনগুলো এবং বাংলাদেশের ব্যক্তি ও সংগঠনগুলো যৌথভাবে ডায়াসপোরাদের কল্যাণ নিশ্চিত করবে। বিপন্নতা প্রায়শ লৈঙ্গিক (gender) ভিন্নতানির্ভর এই বিবেচনায় যথাযথ নীতি-নির্দেশনা অনুসারে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে লৈঙ্গিক সংবেদনশীলতা ও সাড়াপ্রদান (gender sensitiveness and responsiveness) নিশ্চিত করতে হবে। কল্যাণ সহায়তা (welfare aid) ডায়াসপোরাদের আর্থিক ও সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক সংকটে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোর সাথে আন্তঃসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ (intergovernmental organisations) এবং নাগরিক সমাজ যৌথভাবে ডায়াসপোরা সম্প্রদায়ের বর্তমান চাহিদা ও অগ্রাধিকার নিরূপণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৪. বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের নাগরিক হবার যোগ্যতাসম্পন্ন ও আগ্রহী প্রথম ও পরবর্তী প্রজন্মের বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের (First-generation and Next-generation diaspora) জাতীয় পরিচয়পত্র (National Identification Card) প্রদান করবে। এই লক্ষ্যে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন ডায়াসপোরা এবং তাঁদের বংশধরদের (descendants) জাতীয় পরিচয়পত্র (National Identification Card) প্রদান করার ব্যবস্থা করা হবে। জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের মাধ্যমে জাতি হিসেবে বাংলাদেশি জনগোষ্ঠী এবং জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সাথে বাংলাদেশি ডায়াসপোরা এবং তাঁদের বংশধরদের জাতিগত সংহতি পুনঃনিশ্চিত হবে।

৫. আগ্রহী এবং যোগ্য ডায়াসপোরা এবং তাঁদের বংশধরদের দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদ (Dual Citizen Certificate) প্রদানের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা হবে। বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশী ডায়াসপোরাদের জন্য দ্রুত পরিষেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণ উৎসাহিত করবে। কিছু অভিবাসী দেশে নাগরিকত্ব আইন অনুসারে দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণ অনুমোদিত নয় বিবেচনায় ওইসব দেশে বসবাসরত বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের জন্য সম্মানসূচক নাগরিকত্বের সুযোগ সৃজন করা হবে। এই নীতি-নির্দেশনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের বিষয়সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো প্রয়োজনীয় আইনি ও নীতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬. ডায়াসপোরাদের ধরণ সাপেক্ষে “ডায়াসপোরা কার্ড” প্রদানের জন্য অনলাইন প্লাটফর্মসহ প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ডায়াসপোরা কার্ড এই নীতিতে বর্ণিত

ডায়াসপোরা সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাজন অনুসারে ডায়াসপোরাদের স্বতন্ত্র বিশেষায়িত পরিচয় নিশ্চিত করবে এবং যে সকল ডায়াসপোরারা অভিবাসী দেশের নাগরিকত্ব নীতির কারণে জাতীয় পরিচয়পত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করতে পারবেন না তাঁদের বাংলাদেশি পরিচয় রক্ষা করতে সহায়তা করবে।

৭. বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে (national and local elections) ডায়াসপোরাদের ভোটাধিকার (voting rights) নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জোরদার করা হবে। ভোটাধিকারপ্রাপ্ত ডায়াসপোরাদের ভোট প্রদান উৎসাহিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো প্রয়োজনীয় আইনি ও নীতিগত সংস্কারের ব্যবস্থা করবে। এই নীতিতে বর্ণিত যোগাযোগ এবং নেটওয়ার্কিং প্লাটফর্মসমূহ ভোটাধিকার গ্রহণ ও প্রয়োগে আগ্রহ বৃদ্ধিতে কাজ করবে।

৮. বাংলাদেশি ডায়াসপোরা এবং তাঁদের বংশধরদের বাংলাদেশে অন্যান্য সকল নাগরিকের মতো উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশে ভূমি অধিকারসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার নিশ্চিত করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিগত ও আইনি সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯. বাংলাদেশের আর্ন্তজাতিক বিমান, সমুদ্র ও স্থল বন্দরগুলোর ইমিগ্রেশন-এ (immigration) প্রবেশপথগুলোতে ডায়াসপোরাদের নির্ঝঞ্ঝাট, সহজ ও দ্রুত অভিগমন ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংবেদনশীলতা এবং দায়িত্বশীলতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১০. বাংলাদেশ এবং সংশ্লিষ্ট অভিবাসী দেশসমূহের নিয়ম-নীতি ও আইনি কাঠামো অনুসারে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের বিশেষত নারী ডায়াসপোরাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুরক্ষাসেবাসহ অন্যান্য পরিষেবা প্রদান করবে।

১১. আগ্রহী ডায়াসপোরাদের নির্বিঘ্নে প্রত্যাবর্তন এবং তাঁদের স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে পুনঃএকত্রীকরণ (reintegration) নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে, যেখানে বয়ঃবৃদ্ধ ও বিশেষ-চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদাগুলো বিবেচনায় নিয়ে আলাদা মনোযোগ প্রদান করা হবে।

৩.১.২. তথ্য-উপাত্ত ও যোগাযোগ

১. বাংলাদেশ সরকার ডায়াসপোরাদের সমন্বিত ও হালনাগাদ তথ্যবাতায়ন (uniform and up-to-date diaspora database) বিনির্মাণে বর্তমান ডায়াসপোরা নিবন্ধন ব্যবস্থা (অনলাইন ও অফলাইন) জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ডায়াসপোরা নেতৃবৃন্দদের সহযোগে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলো ডায়াসপোরা এবং তাঁদের সংগঠনগুলোকে সংবেদনশীল ও আগ্রহী করে তুলতে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক

(formal and informal) প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা করবে। এই নিবন্ধন উদ্যোগ বাংলাদেশ সরকারকে সকল ডায়াসপোরা সংগঠন এবং বাংলাদেশি দূতাবাসের একটি সমন্বিত বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক (unilateral global network) গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

২. সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর মাধ্যমে জাতীয় নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ডায়াসপোরাদের সহযোগিতামূলক অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব জোরদার করার উদ্যোগ নেয়া হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ, ডায়াসপোরা সংগঠনগুলোর সমন্বিত বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক (unilateral global network) এবং ডায়াসপোরাদের তথ্যকোষ (Diaspora Repository) ব্যবহার করা হবে। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ডায়াসপোরা পরিষদ (Diaspora Council) গঠন করবে। বিভিন্ন বয়স, লৈঙ্গিকতা, অবস্থান, দক্ষতা এবং পেশার ডায়াসপোরাদের সমন্বয়ে ডায়াসপোরা পরিষদ (Diaspora Council) গঠন করা হবে। এই পরিষদ অগ্রাধিকার খাতসমূহে এবং উন্নয়নমুখী ক্ষেত্রসমূহে বিষয়সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ সন্নিবেশে ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ সরকার ডায়াসপোরা পেশাদারদের (কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত) সম্পৃক্তকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্লাটফর্মগুলোতে অংশগ্রহণমূলক ক্ষেত্র তৈরি করবে। সম্পৃক্তকরণের ক্ষেত্র তৈরি হলে জাতীয় নীতি, পরিকল্পনা, কৌশল এবং কর্মসূচি তৈরিতে ডায়াসপোরাদের অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি হবে। নীতিমালা প্রণয়ণে সম্পৃক্তকরণের সুযোগ বাংলাদেশ সরকারের ডায়াসপোরাদের স্বীকৃতি (recognition) প্রদান এবং জাতীয়ভাবে তাঁদের পুনঃসংহতবদ্ধ (reinegration) করার সদিচ্ছার বর্হিপ্রকাশ।

৩. সকল বাংলাদেশি দূতাবাসের ওয়েবসাইটগুলো একই রকম হবে এবং ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য ওয়েবসাইটে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ করা হবে ও এসকল তথ্য-উপাত্ত নিয়মিত হালনাগাদ করা হবে। এই ওয়েবসাইট ওয়ান-স্টপ মাধ্যম হিসেবে তথ্য সরবরাহ, সহযোগিতা, পরিষেবা এবং বাংলাদেশি ডায়াসপোরা ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে নেটওয়ার্কিং উন্নয়নে কাজ করবে। পাশাপাশি এই ওয়েবসাইট যুব ডায়াসপোরাদের বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষামূলক, পেশাগত এবং মানবহিতৈষী বিভিন্ন উদ্যোগের প্রয়োজনীয় হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করবে।

৪. ডায়াসপোরাদের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়ে তুলতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সম্পৃক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা, বয়স ও জেন্ডার এর ডায়াসপোরাদের কাছে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে তুলে ধরা হবে। ডায়াসপোরাদের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনায় রেখে জাতীয় ওয়েব পোর্টালসহ সংশ্লিষ্ট পোর্টালসমূহকে পুনঃনিরীক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজন অনুসারে আরো উন্নত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৫. বাংলাদেশের ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, প্রকৃতি, পর্যটন এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সাথে পরবর্তী প্রজন্মের ডায়াসপোরাদের পরিচিত করতে অনলাইনে ও সরাসরি (অফলাইনে) পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচির সৃজন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

৬. এমন একটি কাঠামোবদ্ধ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে যার মাধ্যমে ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর সাথে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংক্রান্ত অংশগ্রহণমূলক সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতা উৎসাহিত ও সহজতর হয়। এই উদ্যোগ যেমন আমাদের সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া দক্ষতা এবং ঐতিহ্যকে প্রদর্শন করবে, তেমনি একই সাথে সংস্কৃতি ও খেলাধুলার সার্বজনীন ভাষা ব্যবহার করে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সহমর্মিতা বৃদ্ধি-পূর্বক সামগ্রিক কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

৩.১.৩. নেটওয়ার্কিং এবং অধিপরামর্শ

১. সকল অভিবাসী দেশে ডায়াসপোরা সংগঠনগুলোর সাথে একযোগে ৩০ ডিসেম্বর "জাতীয় প্রবাসী দিবস" পালন করা হবে। বাংলাদেশ সরকার ডায়াসপোরাদের এবং তাঁদের সংগঠনগুলোকে তাঁদের অবদানের জন্য পুরস্কৃত ও সম্মানিত করার মাধ্যমে নিয়মিত স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশক নীতি প্রণয়ন করবে। বিশ্বব্যাপী এধরনের দিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলো এবং ডায়াসপোরা সংগঠনগুলোর বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশী ডায়াসপোরাদের এবং বাংলাদেশের সাফল্য গাঁথার উপস্থাপনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশ-কে তুলে ধরতে ভূমিকা রাখবে যা বাংলাদেশের ব্রান্ডিং-এ অবদান রাখবে।

২. অভিবাসী দেশসমূহে এবং বৈশ্বিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কূটনীতি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ডায়াসপোরাদের ও দেশীয় ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলো (চেম্বারসমূহ) এবং ব্যবসা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার (বিনিয়োগ ও রপ্তানি উন্নয়ন সংস্থা, প্রচারমাধ্যম) প্রতিনিধির সাথে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহিত করা। বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের সংগঠনসমূহকে সহায়তায় ডায়াসপোরা ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলো অভিবাসী দেশগুলাতে নতুন ব্যবসা এবং বাণিজ্যের সম্ভাবনা ও সুযোগ সৃষ্টিতে অধিপরামর্শ দেবে।

৩. পরবর্তী প্রজন্মের ডায়াসপোরাদের বাংলাদেশ সম্বন্ধে নিবিড়ভাবে জানানোর উদ্দেশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে। এই উদ্যোগের আওতায় পরবর্তী প্রজন্মের ডায়াসপোরারা বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, প্রকৃতি-পরিবেশের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পাবে। এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রজন্মের ডায়াসপোরাদের সাথে বাংলাদেশের নিবিড় ও গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনবাদী কূটনীতি (public diplomacy) আরো অগ্রসর ও টেকসই করা সম্ভপর হবে।

৩.১.৪. বুদ্ধিবৃত্তিক বিনিময় কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ

১. বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন অভিবাসী দেশসমূহে বসবাসকারী বাংলাদেশি ডায়াসাপোরা জনগোষ্ঠীদের সাথে বিশেষজ্ঞ ও পেশাজীবি বিনিময়কে উৎসাহিত করবে। এর মাধ্যমে

সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদান সম্প্রসারিত হবে এবং দেশের সংশ্লিষ্ট খাতগুলোর উন্নয়ন ঘটবে। এই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা হবে যার ফলে বিনিময় কর্মসূচি আয়োজন এবং ডায়াসাপোরা অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান জোরদার সম্ভব হবে। এই ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে, একই সাথে, বিভিন্ন দেশের সাথে পারস্পরিক বোঝাপড়ার উন্নয়ন ঘটবে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় করতে সহযোগিতার নতুন পথ উন্মোচিত হবে।

২. ডায়াসপোরা নীতি সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে তাঁদের বিষয়সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র যেমন অভিবাসন ব্যবস্থাপনা, আইনি কাঠামো, সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা এবং যোগাযোগ কৌশল বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে।

৩.২. ডায়াসপোরাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পুঁজি সংগঠিত করা

এই নীতি-নির্দেশনাগুলোর মধ্যে ডায়াসপোরাদের “বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি” (Branding Bangladesh) প্রচারে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করার নির্দেশিকা রয়েছে। পাশাপাশি এরই অংশ হিসেবে সামাজিক কার্যক্রম, মানবহিতৈষী কার্যক্রম, অফলাইন ও অনলাইন (ডিজিটাল) সামাজিক নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নে ডায়াসপোরাদের অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হবে।

৩.২.১. বাংলাদেশ ব্রান্ডিং

১. সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতকে বাংলাদেশ ব্রান্ডিং শীর্ষক উদ্যোগসমূহের সাথে সরাসরি (অফলাইনে) ও অনলাইনে সংযুক্ত করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে। এই সম্পৃক্তকরণ বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশ ব্রান্ডিং জোরদার করতে অবদান রাখবে।

২. অভিবাসী দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক তৈরি করতে এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশি ডায়াসপোরা এবং তাঁদের সংগঠনগুলোর সাথে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্কগুলোকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে বাংলাদেশী ডায়াসপোরাদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে অভিবাসী দেশগুলোতে এবং বৈশ্বিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা ও সমুন্নত রাখার ব্যবস্থা করবে। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশ সরকার নন্দিত বাংলাদেশি ডায়াসপোরা সদস্যদের বাংলাদেশের শুভেচ্ছা দূত (Goodwill/Country Ambassadors) হিসেবে সম্পৃক্ত করবে এবং বাংলাদেশের বৈশ্বিক পরিচয় সমুন্নত ও সুদৃঢ় করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। উদ্যোগগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা, বাংলাদেশি কূটনীতি শক্তিশালী করা এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগ সম্ভাবনাগুলো বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

৩. অভিবাসী দেশসমূহে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশি ডায়াসপোরা সংগঠনগুলো, বাংলাদেশি-বংশোদ্ভূত রাজনীতিবিদ ও পেশাদারদের সমন্বয়ে অধিপরামর্শ গ্রুপ (Advocacy Group) গড়ে তোলা হবে। বাংলাদেশ সরকার প্রস্তাবিত ডায়াসপোরা পরিষদের (Diaspora Council) সাথে যৌথভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ এবং অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জসমূহ (যেমন মহামারি/অতিমারি) মোকাবেলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.২.২. মানবহিতৈষী কার্যক্রম

১. বাংলাদেশে সরকারি অংশিদারিত্বমূলক সহায়তাপুষ্ট স্থানীয় মানবহিতৈষী কার্যক্রম ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প সৃজন এবং এধরনের প্রকল্পে স্বচ্ছ, সক্রিয় এবং সুস্পষ্ট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অগ্রণী ভূমিকায় ডায়াসপোরাদের যুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হবে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের অর্ন্তভূক্ত সংস্থাগুলো বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের প্রেরিত সহায়তার সাথে সরকারি সহায়তাযোগে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এই ধরনের উদ্যোগসমূহ ডায়াসপোরা সদস্যদের তাঁদের আদি আবাসভূমির স্থানীয় উন্নয়ন এবং স্বদেশের সাথে মেলবন্ধন সুদৃঢ় করতে ভূমিকা রাখবে।

২. বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নে ডায়াসপোরা সদস্যদের সামাজিক রেমিট্যান্স সহায়তা পেতে বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রণয়ন করা হবে। বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন আনা এবং এই লক্ষ্যে শান্তি, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি, নারী, শিশু ও যুব কল্যাণের ওপরও জোর দেয়া হবে।

৩.২.৩. নিরাপদ অভিবাসী কর্মী অভিবাসনে ডায়াসপোরা নেটওয়ার্ক

১. প্রত্যাশী অভিবাসী কর্মীদের সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ডায়াসপোরা পেশাজীবীদের তাঁদের আদি জেলা/আগ্রহের এলাকায় প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পৃক্তকরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২. আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের দক্ষ, আধা-দক্ষ ও শিক্ষানবিশ কর্মী ও পেশাজীবীদের বাজার ও চাহিদা নিরূপণের লক্ষ্যে বাজার গবেষণা পরিচালিত হবে এবং নিরূপিত চাহিদা মোতাবেক জনশক্তি যোগানে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

৩. বাংলাদেশের সাথে অভিবাসী দেশের আনুষ্ঠানিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শ্রমিক (দক্ষ ও আধা-দক্ষ ও শিক্ষানবিশ) এবং পেশাজীবীদের অভিবাসনের লক্ষ্যে ডায়াসপোরা

নেটওয়ার্কগুলোর সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক গড়ে তোলা ও পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধি উৎসাহিত করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৩.২.৪. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ডায়াসপোরা নেটওয়ার্ক

১. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপন্নতা থেকে সুরক্ষা ও পরিবেশগত দুর্যোগে জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কগুলোর সাথে বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের সম্পৃক্তকরণ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। বাংলাদেশ সরকার দেশের অঞ্চলভিত্তিক বিপন্নতার চালচিত্র নিরূপণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যভিত্তিক কার্যকর অধিপরামর্শের ক্ষেত্র (advocacy base) তৈরি করবে।

২. আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অংশীদারদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও দক্ষতা বিনিময় বেগবান করতে ডায়াসপোরাদের সম্পৃত্তক্তকরণ শক্তিশালীকরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩.৩. ডায়াসপোরাদের মানবপুঁজি সংগঠিত করা

দক্ষতা বিনিময় এবং দক্ষতা সনদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিশ্চিতকল্পে স্মার্ট ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। উল্লেখিত নির্দেশনাগুলো খাত-ভিত্তিক এবং বিশেষায়ণ নির্ভর, যার মাধ্যমে উদ্দেশ্য বাংলাদেশি ডায়াসপোরাদের মানব পুঁজি অনুসারে নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলা। এই নীতি নির্দেশনাগুলো ডায়াসপোরাদের মানব পুঁজির সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে পারস্পারিক লাভজনক পরিবেশ গড়ে তোলার পথ প্রস্তুত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

৩.৩.১. ডায়াসপোরা দক্ষতা বিনিময়

১. বাংলাদেশের খাতওয়ারি-পেশাভিত্তিক (profession by sector) জনবল প্রয়োজনীয়তা নিরূপণের ওপর ভিত্তি করে ডায়াসপোরা দক্ষ কর্মী/পেশাজীবীদের সম্পৃক্তকরণের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সম্পৃক্তকরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২. ডায়াসাপোরা পেশাজীবীদের নেটওয়ার্ক এবং বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোর যৌথ প্রয়াসে লৈঙ্গিক শ্রেণি-বিভাজিত দক্ষতার ধরণ অনুসারে বাংলাদেশি ডায়াসপোরা দক্ষ কর্মী/পেশাজীবীদের একটি তথ্যকোষ তৈরি করা হবে।

৩. বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের অভিযাত্রায় বিশেষত দেশের বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তি খাতে ডায়াসপোরা দক্ষ কর্মী/পেশাজীবিদের জ্ঞান, দক্ষতা ও বিনিয়োগ ব্যবহারের জন্য প্লাটফর্মের ব্যবস্থা করতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা সৃজন করা হবে। ডায়াসপোরা নেতৃবৃন্দকে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ

কর্মসূচিতে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে সংযুক্ত করা এবং তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

৪. ডায়াসপোরা সদস্যদের অর্জন ও সফলতার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁদের দেশের দক্ষতা ও শিক্ষা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে পেশাগত ও শিক্ষামূলক ফেলোশীপ কর্মসূচির ব্যবস্থা নেয়া হবে। এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের নারীদের ক্ষমতায়নে নারী ডায়াসপোরাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

৫. ডায়াসপোরা দক্ষ কর্মী/পেশাজীবীদের তাঁদের আদি জেলা/ আগ্রহের এলাকায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত কোর্স ও বক্তৃতায় প্রশিক্ষক, প্রভাষক, উৎসাহক এবং পরামর্শক হিসেবে সম্পৃক্তকরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ প্রক্রিয়ায় দেশের সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার যেমন বিকাশ ঘটবে, তেমনি দেশের যুব সমাজের জন্য এই উদ্যোগ পথনির্দেশক হিসেবেও কাজ করবে।

৬. অভিবাসী দেশের প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত বাংলাদেশি ডায়াসপোরা সদস্য এবং বাংলাদেশি ডায়াসপোরা সংগঠনগুলোর সহায়তায় যোগ্যতাসম্পন্ন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও তরুণ পেশাজীবীদের অভিবাসী দেশে ইন্টার্নশীপ, প্রশিক্ষণ এবং অনুরূপ উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭. বাংলাদেশের নারী ক্ষমতায়ন শীর্ষক উদ্যোগসমূহে নারী ডায়াসপোরা নেটওয়ার্ককে যুক্ত করতে প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে।

৩.৩.২. দক্ষতা সনদের বৈশ্বিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা

১. বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সনদের সাথে অভিবাসী দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সনদের পারস্পরিক স্বীকৃতি-চুক্তি সম্পন্ন করার মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের সনদের বৈশ্বিক স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা অভিবাসী দেশে নিশ্চিত করতে ডায়াসপোরা পেশাজীবিদের নেটওয়ার্কের সহায়তা গ্রহণ করা হবে। এই প্রক্রিয়ায় বর্তমান দক্ষতা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পাঠ্যক্রম, শিখন পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন এর ব্যবস্থা করা হবে।

২. যে সকল ডায়াসপোরা পেশাজীবী দীর্ঘমেয়াদে অথবা স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করতে চান তাঁদের জন্য পেশাগত স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশে পেশাজীবী হিসেবে অর্ন্তভুক্তির সুযোগ সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩.৪. ডায়াসপোরাদের অর্থনৈতিক পুঁজি সংগঠিত করা

ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক পুঁজি বিষয়ক নীতি-নির্দেশনাসমূহ ডায়াসপোরাদের ব্যক্তিগত এবং জনগোষ্ঠী হিসেবে সামষ্টিক সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে। নীতি-নির্দেশনাগুলো মূলত বাজার অনুসন্ধান, বিনিয়োগ উৎসাহিত করা ও বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা, ব্যবসা-উদ্যোগ, ডায়াসপোরা-বান্ধব আর্থিক ব্যবস্থাপনা, রেমিট্যান্স, বাণিজ্য এবং পর্যটনকে গুরুত্ব দিচ্ছে।

৩.৪.১. বিনিয়োগ উৎসাহিত করা

১. ডায়াসপোরাদের বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নিবিড় গবেষণা পরিচালিত করা হবে। অন্যান্য সময়োপযোগী গবেষণার সাথে যে বিষয়গুলো প্রাধান্য পাবে এবং সংশ্লিষ্ট যে বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে তা হল: (ক) ডায়াসপোরা ব্যবসায়ী সংগঠন, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের তালিকাকরণ এবং তাঁদেরকে দেশের অর্থনৈতিক উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্তকরণ; এবং (খ) সুনির্দিষ্ট পণ্য ও সেবার বাণিজ্য সম্ভাবনা এবং অভিবাসী রপ্তানির সুযোগ বিশ্লেষণ এবং ওই ক্ষেত্রে ডায়াসপোরা ব্যবসায়ী সংগঠন, ব্যবসায়ী, ও উদ্যোক্তার ভূমিকাসমূহ চিহ্নিতকরণ।

২. ডায়াসপোরা বিনিয়োগকারীরা ও উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আন্তঃদেশীয় ব্যবসা ও বিনিয়োগ বিষয়ক সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। এধরনের সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকার দেশের এবং ডায়াসপোরা নারী উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। এর ফলে বাংলাদেশি নারী উদ্যোক্তারা বৈশ্বিক ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হতে পারবেন, যা বাংলাদেশি নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আরো ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি করবে।

৩. বাংলাদেশের উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ এবং রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশি ডায়াসপোরা অধ্যুষিত অভিবাসী দেশসমূহে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে অংশীদারিত্বমূলক গবেষণানির্ভর-উদ্ভাবনী প্রচারাভিযান পরিচালনা করা হবে।

৪. ডায়াসপোরা বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত; উৎপাদক, বিনিয়োগকারী, পরিবেশক ও ভোক্তাদের আন্তঃসম্পর্ক; ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক; বিনিয়োগ পরিবেশ ও পরিস্থিতির ওপর একাধিক ভাষায় ওয়েবপোর্টাল তৈরি করা হবে যা বিদেশে বাংলাদেশি মিশনসমূহের ওয়েবসাইটগুলোর সাথে সংযুক্ত থাকবে।

৫. বাংলাদেশে ডায়াসপোরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে ব্যবসা, বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত সরকারি সংস্থাসমূহ, বেসরকারি খাত এবং ডায়াসপোরা ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর ত্রিপাক্ষিক আন্তঃদেশীয় নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা হবে।

৩.৪.২. মূলধনী বিনিয়োগ উৎসাহিত করা

১. বাংলাদেশের অর্থ ও পুঁজি বাজারে ডায়াসপোরাদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে বর্তমান ও সম্ভাব্য ডায়াসপোরা বিনিয়োগকারীদের জন্য আর্থিক পণ্য ও স্কীম চালু করার মাধ্যমে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হবে এবং একই সাথে বর্তমানে চলমান সংশ্লিষ্ট উদ্যোগসমূহের আরো প্রচার ও প্রসারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২. বাংলাদেশ ডায়াসপোরা সম্পৃক্তকরণ বান্ধব আর্থিক নীতি (fiscal policy) প্রণয়ন করবে যাতে ডায়াসপোরাদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

৩. ডায়াসপোরা বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য সুশৃঙ্খল এবং নিরাপদ পুঁজি বাজার নিশ্চিত করতে জাতীয় পুঁজি বাজারের প্রয়োজনীয় সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. বাংলাদেশের পুঁজি বাজারে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগসহ ডায়াসপোরা বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য স্থীতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধির মিউচুয়্যাল ফান্ড এবং স্কীম চালু।

৩.৪.৩. উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা

১. বিদ্যমান ও সম্ভাব্য ডায়াসপোরা বিনিয়োগকারীদের দেশের বেসরকারি খাতে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে কার্যকর ওয়ান-স্টপ সেবা ও ব্যবসায়িক উন্নয়ন সহায়তা জোরদার করা।

২. সরকার সম্ভাব্য ডায়াসপোরা বিনিয়োগকারীদের জন্য পর্যাপ্ত তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক "বাংলাদেশ ডায়াসপোরা বিনিয়োগ সূচক" (Bangladesh diaspora investment index) চালু করবে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করবে।

৩. বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলতে বর্তমান ও সম্ভাব্য ডায়াসপোরা বিনিয়োগকারীদের সম্পৃক্তকরণে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে। বাংলাদেশ সরকার ডায়াসপোরাদের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার দায়িত্ব দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার দেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং হাই-টেক পার্কে ডায়াসপোরাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে বিশেষায়িত পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

৪. বাংলাদেশের তথ্য-প্রযুক্তি খাতে ডায়াসপোর বিনিয়োগকারী এবং উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ ও ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টিতে মেধাস্বত্ত্ব অধিকার সম্পর্কিত আইনগুলোর বাস্তবসম্মত পরিবর্তন, পরিমার্জন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

৫. অনাবাসিক বিনিয়োগকারীদের ওপর প্রযোজ্য ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের পুর্নমূল্যায়ন ও প্রয়োজনে সংশোধনের ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি, ডায়াসপোরা

বিনিয়োগকারী এবং উদ্যোক্তাদের এই বিষয়ে যথাযথভাবে অবহিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে।

৩.৪.৪. দেশজ পণ্য ও সেবার বাণিজ্য উৎসাহিত করা

১. ডায়াসপোরা ভোক্তাদের দেশজ পণ্যের চাহিদা নিরূপণ ও তার বাণিজ্যিক বাজার সম্ভাবনা গবেষণার মাধ্যমে অনুসন্ধান করা হবে এবং এই বাজারের চাহিদা মোতাবেক যোগান সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

২. অভিবাসী দেশসমূহে বাংলাদেশের দেশজ ও ঐতিহ্যবাহী পণ্যের চাহিদা বাড়াতে ডায়াসপোরা ব্যবসায়িক সংগঠন এবং ডায়াসপোরা সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করা হবে। প্রাথমিকভাবে দেশজ পণ্যের বাণিজ্য সম্প্রসারণে ডায়াসপোরা ব্যবসায়িক সংগঠন এবং ব্যক্তিবর্গ চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩. চাহিদা, সাপ্লাই-চেইন বিশ্লেষণ ও বাজার সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেশজ ও লোকজ পণ্যের রপ্তানি উৎসাহিত করা হবে এবং এর মধ্য দিয়ে বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশি পণ্যের ব্রান্ডিং করা হবে।

৪. বৈশ্বিক, বাংলাদেশের, এবং অভিবাসী দেশের সাপ্লাই চেইনের সাথে যুক্ত দেশজ, লোকজ এবং ঐতিহ্যবাহী পণ্যের আন্তর্জাতিক অনলাইন বাজার প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এই প্লাটফর্মকে আন্তর্জাতিক পরিবহন পরিষেবার সাথে যুক্ত করা হবে।

৫. অভীষ্ট অভিবাসী দেশসমূহে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানির সুযোগ তৈরিতে পণ্যের আন্তর্জাতিক মান স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা হবে।

৩.৪.৫. ডায়াসপোরা পর্যটন উৎসাহিত করা

১. বাজার গবেষণার ভিত্তিতে আকর্ষণীয় ভ্রমণ প্যাকেজ সাজানো এবং বিভিন্ন ধরনের ডায়াসপোরা সম্প্রদায়ের জন্য এবং নানামুখী প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা করা: যেমন বয়স্কদের জন্য স্মৃতিকাতর ভ্রমণ, নতুন প্রজন্মের জন্য রোমাঞ্চকর সফর এবং নির্দিষ্ট গ্রুপের জন্য নৃ-প্রাকৃতিক-ঐতিহ্য ভ্রমণ। পাশাপাশি ডায়াসপোরা পর্যটনে স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় জন-সংগঠনগুলোকে সচেতন করা এবং ট্যুরিস্ট পুলিশকে শক্তিশালী করে তুলতে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২. ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে স্বাস্থ্য-নীতি মেনে মানসম্মত ও সুলভমূল্যে স্বাস্থ্যসেবাসহ চিকিৎসা পর্যটনকে উৎসাহিত করা। সম্ভাবনাময় এই স্বাস্থ্য সেবা খাত সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করবে। বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিদেশ থেকে

ডায়াসপোরাসহ মেডিক্যাল পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে এই খাতে কারিগরি ও পেশাদারি দক্ষতা বিনিময় বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৩. বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশী পর্যটন শিল্পের প্রচার ও প্রসারের জন্য যুব ডায়াসপোরাদের যুক্ত করা হবে। ডায়াসপোরাসহ অভিবাসী দেশগুলোর অন্যান্য জনগোষ্ঠীর কাছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সংস্কৃতি এবং খেলাধূলার সাথে সম্পর্কিত পর্যটন জনপ্রিয় করে তুলতে প্রচার প্রচারণার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৩.৪.৬. বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে ডায়াসপোরাদের উৎসাহিত করা

১. তাৎক্ষণিক ট্রান্সফারের সুবিধা এবং আন্তর্জাতিক বিনিময় হার অনুসারে রেমিট্যান্স প্রেরণের আনুষ্ঠানিক মাধ্যমগুলো অধিকতর কার্যকর ও গতিশীল করা। বাংলাদেশ সরকার এই লক্ষ্যে ডিজিটাল উদ্ভাবন এবং ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীকে এসব ডিজিটাল মাধ্যম (digital tools) সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২. ডায়াসপোরাদের রেমিট্যান্স প্রেরণ বাড়াতে আর্থিক এবং অনার্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা করা এবং একই সাথে বর্তমানে চলমান সংশ্লিষ্ট উদ্যোগসমূহের আরো প্রচার ও প্রসারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উল্লেখিত নীতি-নির্দেশনাসমূহের ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের জন্য প্রায়োগিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কাঠামোর আবশ্যকতা রয়েছে। এই লক্ষ্যে জাতীয় ডায়াসপোরা নীতি ২০২৩ কার্যকরী ও সময়োপযোগী বাস্তবায়নের জন্য একটি সমন্বিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (integrated national action plan) এবং ব্যবহারিক কাঠামো (operational framework) প্রণয়ন করা হবে। এই নীতি-নির্দেশনাসমূহের সুসংগঠিত (comprehensive), সুসমন্বিত (well coordinated) এবং কার্যকর বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ও দায়িত্বশীল সকল সংস্থাসমূহের অর্থসংস্থানের সম্ভাব্য উৎসসমূহ চিহ্নিতকরণসহ যৌক্তিক ব্যায় প্রাক্কলনের মাধ্যমে সময়-নির্দিষ্ট এবং যথাযথ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের (monitoring and evaluation) ব্যবস্থা রেখে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

এই নীতির সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে কৌশলগত সম্পর্ক জোরদার করতে তাঁদের এই নীতি এর নীতি-নির্দেশনায় বর্ণিত বিভিন্ন খাত ও ক্ষেত্রে নানান পর্যায়ে বহুমুখী সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিত করা হবে।

জাতীয় ডায়াসপোরা নীতি ২০২৩ বাংলাদেশের উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে। এর মূলনীতি, রূপকল্প, অভিলক্ষ্য এবং পথনির্দেশক মূল্যবোধসমূহ নীতির সার্থক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সকল অংশীজনদের যৌথ প্রয়াসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই নীতির ভিত্তি সকল অংশীজনের কল্যাণ ও প্রগতি– যার মাধ্যমে

বাংলাদেশী ডায়াসপোরাদের সম্পৃক্তকরণের এক নতুন যুগের সূচনা হবে এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিকভাবে বাংলাদেশের সমৃদ্ধি ও প্রভাব বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।